জাপানে শহীদ মিনার এবং প্রবাসীদের ভাবনা

কাজী ইনসান ও রাহমান মনি
টোকিও থেকে

শহীদ মিনার এখন আর শোকের প্রতীক নয়। দেশপ্রেমের প্রতীকও।

এ বছরে ২০ ফেব্রুয়ারি জাপানের বাংলা কাগজ 'পরবাস' আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ইতাবাসির গ্রিন হলে। ঐ দিন কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বকারী সব সংগঠন, দল, প্রবাসীরা, রাষ্ট্রদূতসহ সবাই মঞ্চে নির্মিত শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং ভাষাশহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠান শেষে ক'জন প্রবাসী হলসংলগ্ন একটি শপে আড্ডায় বসে জাপানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম জাপান আয়োজিত মহান একুশের আলোচনা অনুষ্ঠানে চিব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত তরুণ স্থপতি মাসুম ইকবাল (যিনি ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন) জাপানে দুটি স্মৃতিসৌধ ও একটি শহীদ মিনারের ডিজাইন নির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেন, আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে আমি শুধু পরিশ্রম নয়, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক সহযোগিতাও করবো। মাসুম ইকবালের এই প্রস্তাবটি উপস্থিত সবাইকে আলোড়িত করে এবং সবাই জাপানে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়টা তাদের ভাবনায় আনে।

১৭ এপ্রিল টোকিও বৈশাখী মেলায় আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তসিমা কুর ডেপুটি প্রধান। মেলা কর্তৃপক্ষ সে সময় বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। জাপানস্থ বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলামের মাধ্যমে উপস্থিত তসিমা কু কর্তৃপক্ষের হাতে একটি শহীদ মিনারের রিপ্লিকা উপহার দিয়ে তাকে মেলার ভেন্যু এই ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েনে একটি স্থায়ী শহীদমিনার নির্মাণের অনুরোধ করেন। তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার আশ্বাস দেন। উপহার দেয়া এই রিপ্লিকাটি তৈরি করেছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী হোসাইন মুনির। মেলা কমিটির প্রধান সংগঠক ডা. শেখ আলিমুজ্জামান সেই সময় জাপান সফররত চ্যানেল আইয়ের পরিচালক শাইখ সিরাজকে নিয়ে তসিমা কু'র প্রধানের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন।

প্রবাসীদের মন্তব্য

● 'আমরা সবাই মিলে টোকিওতে আমাদের চেতনার শহীদ মিনার গড়ে তুলতে চাই'
মাসুম ইকবাল, *স্থপতি*

● টোকিওতে 'শহীদ মিনার' স্থাপনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।
আব্দুল ওয়াদুদ *সভাপতি, নবদিগন্ত*

● সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার এই আয়োজন সম্পূর্ণ হোক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।
মনজুরুল হক *গবেষক, অধ্যাপক*
Secretary Foreign Correspondence Club of Japan

● একটা শহীদ মিনার জাপানের যে কোনো প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হউক।
যেরোম গোমেজ *সংগীত শিল্পী*

● ...আসুন আমরা জাপানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই।
ড. শেখ আলীমুজ্জামান
সমন্বয়ক, বৈশাখী মেলা ২০০৫

● ২১ শে ফেব্রুয়ারি তাৎপর্য তুলে ধরা জরুরি। এতে এরা আমাদের দেশকে নতুন করে জানবে, বুঝবে, আমাদের জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
তপন কুমার পাল *পিএইচডির ছাত্র*

● জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা এদেশে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।
শেখ ওয়াজির আহমেদ
সাবেক সভাপতি, বিএনপি, জাপান

● জাপানের প্রচলিত আইন-কানুন অনুযায়ী যদি সত্যিই টোকিওতে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে একে অবম্যই আমাদের দেশীয় রাজনৈতিক মতভেদ কালচারের বাইরে রাখতে হবে।
সুখের ব্রহ্ম
সভাপতি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি, জাপান

● জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদাকে উন্নত বলে জাপানিদের কাছে প্রমাণ করতে সক্ষম হবো।
ফয়সল *ব্রাস্টেল লিঃ জাপান*

● ভালো কাজ করতে গিয়ে কোনো ঝামেলা যেন না হয়। করতে পারলে অবশ্যই ভালো।
আনিসুর রহমান আনিছ
চাকরিজীবী, আইচি কেন

● জাপানে একটি শহীদ মিনার তৈরি করতে পারা মানেই জাপানে বাংলাদেশকে আরো ব্যাপকভাবে পরিচিত করতে পারা।
বিপ্লব, চাকরিজীবী, *গুনমা- কেন*

● এখানে বাংলাদেশীরা অনেক কাজ করে দেশের জন্য। শহীদ মিনার তৈরির কথা শুনে

তারই প্রমাণ পেলাম।

হোসনে আরা বীথি, *কানাগাওয়া-কেন*

● ...একুশ আমাদের মাথা নত না করার শিক্ষা দিয়েছে। এই সাহসই আমাদের সকল প্রবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে শহীদ মিনার নির্মাণের বাস্তবতা।

কাজী ইনসান *সম্পাদক পরবাস*

● টোকিওতে শহীদ মিনার নির্মাণ এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক।

সজল বড়ুয়া *সম্পাদক, বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম, জাপান*

● ...এতে ভাষা শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে। শান্তি পাবে প্রবাসী বাঙালিরা।

বাকের মাহমুদ *লেখক*

● আমি মনে করি জাপানেও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি শহীদ মিনার করা সম্ভব।

মীর রেজাউল করীম *সেক্রেটারি, জাতিয়তাবাদী দল, জাপান শাখা, (সাইতামা- কেন)*

● জাপানে যদি একটি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে জাপানিজদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ আরো দৃঢ় হবে।

দেওয়ান আবুল কালাম *প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (কানাগাওয়া- কেন), , জাপান*

● আমাদের সবার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় মনোবল থাকলে জাপানে অবশ্যই একটি স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

নিয়াজ আহমেদ জুয়েল

সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, (সিজোকা-কেন)

● বড় ভালো লাগলো যে এমন একটি মহৎ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কামাল হোসেন *বেকার, (তচিগি- কেন)*

● শুধু প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। এর রক্ষণা-বেক্ষণও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে করতে হবে।

রিন্টু খান *ছাত্র, (ইয়ানামাসি- কেন)*

● আমার মনে হয় প্রবাসীদের সংগৃহীত টাকা দিয়েই করা উচিত।

আমেনা বেগম *গৃহিণী, (কানাগাওয়া- কেন)*

● আমি এই প্রস্তাবকে একটি জাতীয় উদ্যোগ বলে মনে করি।

এস. এ. রহমান *সাধারণ সম্পাদক গ্রেটার ময়মনসিংহ সমিতি, জাপান*

● এমন একটি মহৎ কাজে সব প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি।

এ. জেড. এম. জালাল

চাকরিজীবী, টোকিও, জাপান

● এই উদ্যোগে আমিসহ সকল প্রবাসী স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করবে বলেই আমি মনে করি।

এম. এম. রহমান

ছাত্র, টোকিও, জাপান

● শহীদ মিনার নির্মাণ করার উদ্যোগ সত্যিই খুব ভালো একটি কাজ। আমি মনে করি সবাই এ কাজের জন্য এগিয়ে আসবে।

ফরিদ আহাম্মেদ

কানাগায়া

● বাংলার জন্য যুগে যুগে যারা প্রাণ বলি দিয়েছেন তাঁদের স্মরণে এই শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

ডা. বি. এস বড়ুয়া

Chiba University

● মা এবং শহীদ মিনার একে অপরের পরিপূরক। এ দুটোকে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।

বদরুল বোরহান

ছড়াকার, সভাপতি, বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম, জাপান

● মাটিতে পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা প্রভাতফেরিতে যাই। টোকিওতেও আমি ফুল হাতে প্রভাতফেরিতে যেতে চাই।

জুয়েল এম. কিউ *সাংস্কৃতিক কর্মী*

● শহীদ মিনার হবে এটা অত্যন্ত সুখবর। এর জন্য আমার ও আমাদের থেকে সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে।

আনিসুর রহমান *ফটোগ্রাফার*

● আমি একজন বাঙালি হিসেবে অত্যন্ত গর্ববোধ করছি।

মুনশী আজাদ *স্বরলিপি, জাপান*

● জাপানে শহীদ মিনার একটি বহু দিনের কাঙ্ক্ষিত আলোচিত দাবি, সে দাবিটি অবশেষে বাংলাভাষী বাঙালিদের সম্মুখে উপস্থিত।

ছালেহ মোহাম্মদ আরিফ *সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাপান*

● বিদেশের মাটিতে এসে যদি একটা শহীদ মিনার করার জন্য যদি কিছু করতে পারি নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করবো।

মোঃ মাসুদুর রহমান

বাংলাদেশ কমিউনিটি, জাপান

● ...জাপানে একটি শহীদ মিনার স্থাপন বিদেশে আমাদের যে নেতিবাচক মৌলবাদী পরিচয় সেটাকে মিথ্যে প্রমাণ করবে।

জামিল ইকবাল, *ইবারাকি*

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3